যুবকদের প্রতি সালাফের উপদেশ

শায়খ আবদুর রাযযাক বিন
আব্দিল মুহসিন আল-বাদার

অনুবাদ
তানজীল আরেফীন আদনান

উমেদ
প্র কা শ

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

যুবকদের প্রতি সালাফের উপদেশ

শায়খ আবদুর রাযযাক বিন মুহসিন আল-বাদার

অনুবাদ
তানজীল আরেফীন আদনান

উমেদ
প্র কা শ
তিলে তিলে গড়ি বিজয়ী প্রজন্মের ভিত

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

যুবকদের প্রতি সালাফের উপদেশ

শায়খ আবদুর রাযযাক বিন মুহসিন আল-বাদার

অনুবাদ : তানজীল আরেফীন আদনান

প্রথম প্রকাশ

রমাযান ১৪৪৩ হিজরী, এপ্রিল ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

গ্রন্থস্বত্ব : সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : খালেদ হাসান খান আরাফাত

পৃষ্ঠাসজ্জা : মুহারেব মুহাম্মাদ

অনলাইন পরিবেশক

Rokomari.com | Wafilife.com

Jazabor.com | khidmahshop.com

মূল্য : ৪৩ টাকা

উমেদ

প্র কা শ

[illegible]

১১ ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

umedprokash@gmail.com

Umedprokash.com

Phone : 01757597724

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

অনুবাদকের কথা

যুবসমাজ হলো সমাজের অক্সিজেনের মতো। তাদের কর্মতৎপরতায় যুগ ও সমাজের গতি সচল থাকে। প্রবীণরা তো এই কাজ থেকে আগেই অবসর নিয়েছেন, হাল ধরিয়ে দিয়েছেন যুবকদের। কিন্তু যৌবন বলে কথা। শয়তান নানাভাবে তাদের পথচ্যুত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। কারণ সে জানে, এদের পথচ্যুত করতে পারলে পুরো সমাজই তার কক্ষপথ থেকে পথচ্যুত হয়ে যাবে। এরা বিগড়ে গেলেই সমাজ বিগড়ে যাবে।

এ জন্য যুবকদের তাদের দায়িত্ব, কর্মবোধের ব্যাপারে খুলে খুলে বলা উচিত। তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো উচিত, এটা তোমাদের পথ, আর ওটা তোমাদের পথ নয়। তবে দাওয়াতের ভাষা হওয়া চাই নরম-কোমল। বলার ঢং হওয়া চাই আবেগময়। সেই কাজটুকুই চমৎকারভাবে করেছেন প্রখ্যাত শায়খ আব্দুর রাযযাক ইবনু আব্দিল মুহসিন আল-বাদার হাফিযাহুল্লাহ। যুবকরা কোন কোন ক্ষেত্রে পথচ্যুত হওয়া আশঙ্কা বেশি থাকে, কোন ক্ষেত্রে বেশি ভুল করে থাকে, তিনি সেগুলো খুলে খুলে বলার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক বিষয়ে সালাফদের উক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। দিলের দরদ দিয়ে তাদের বুঝিয়েছেন।

বইটি ছোট হলেও যুবক-যুবতিসহ সব বয়সি পাঠকদের জন্যই অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থ। এত সুন্দর একটি বইয়ের সাথে যুক্ত হতে পেরে সত্যিই ভালো লাগছে। আমরা চেষ্টা করেছি বইটি সাবলীলভাবে অনুবাদ করতে। কতটুকু পেরেছি এটা পাঠকই বলবেন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

আল্লাহ তাআলা আমাদের যুবকদের সরল-সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করুন। পাশাপাশি এ বইয়ের পেছনে যারাই শ্রম-মেধা দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ তাআলা কবুল করুন।

তানজীল আরেফীন আদনান

মঙ্গলবার, ৫ রমজান, ১৪৪৪ হিজরী
শনির আখড়া, ঢাকা

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

সূচিপত্র

যুবকদের প্রতি সালাফের উপদেশ ৭

প্রথম উপদেশ : গুরুত্ব দাও যৌবনের ১০

দ্বিতীয় উপদেশ : কার থেকে ইলম নিচ্ছ এ ব্যাপারে সতর্ক হও ১১

তৃতীয় উপদেশ : যৌবন হলো কল্যাণে ভরপুর; সুতরাং যা পারো এখনই কোঁচড় ভরে নাও ১২

চতুর্থ উপদেশ : সময় থাকতে ইলম অর্জন করে নাও ১৩

পঞ্চম উপদেশ : আখিরাতকে ভুলে যেয়ো না ১৫

ষষ্ঠ উপদেশ : মৃত্যুর প্রস্তুতি নাও ১৬

সপ্তম উপদেশ : আবারও বলছি, যৌবনকে কাজে লাগাও ১৮

অষ্টম উপদেশ : হালাল পেশা গ্রহণ করো, বেকার থেকো না ১৮

নবম উপদেশ : অন্যের ইবাদতের অন্তরায় হয়ো না ১৯

দশম উপদেশ : সালামের প্রচলন করো ২০

এগারোতম উপদেশ : যৌবনের আগ্রহ-উদ্দীপনা ও শক্তিকে আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করো ২০

বারোতম উপদেশ : এখন নামাজ না পড়লে আর কবে পড়বে ২১

তেরোতম উপদেশ : জান্নাতের দিকে দৌড়াও, এর আনতনয়না হুরগণ তোমাদের অপেক্ষায় আছেন ২২

চোদ্দতম উপদেশ : 'শীঘ্রই নামাজ পড়া শুরু করব, শীঘ্রই তওবা করব' এই রোগে আক্রান্ত হয়ো না ২২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

পনেরোতম উপদেশ : জীবন থেকে যা পেতে চাও,
যৌবনেই নিয়ে নাও ২৩

ষোলোতম উপদেশ: সরাসরি কোনো অভিজ্ঞ আলেমের সোহবত
গ্রহণ করো ২৪

সতেরোতম উপদেশ : আলেমদের পেছনে লেগে নিজের
আমলটুকু ধ্বংস করো না ২৭

পরিশিষ্ট ৩০

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

যুবকদের প্রতি সালাফের উপদেশ

এ কথা অনস্বীকার্য, একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো যৌবনকাল। কারণ, যৌবনেই মানুষের শক্তি-সামর্থ্য পরিপূর্ণ থাকে। যেকোনো কাজ খুব সহজেই করতে পারে। চিন্তাশক্তি থাকে প্রখর। যেটা বৃদ্ধ বয়সে অনেকাংশেই কমে যায়। তখন অনেক কিছু চাইলেও করা যায় না। অনেক কিছু সহজে বুঝেও আসে না।

ইসলাম যৌবনের এই সময়কে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য শরীয়ত নানাভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যৌবনের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন সুস্পষ্টভাবে। এই সময় যেন হেলায় না কেটে যায় সে ব্যাপারেও তিনি সতর্ক করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নসীহত করে বলেছিলেন,

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

পাঁচটি জিনিস (আসার) আগে পাঁচটি জিনিসকে গনীমত (গুরুত্বপূর্ণ নিআমাত) মনে করো। ১. বৃদ্ধ হওয়ার আগেই যৌবনকে ২. অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতাকে ৩. দারিদ্র্য আসার আগে সচ্ছলতাকে ৪. ব্যস্ত হয়ে পড়ার আগে অবসর সময়কে ৫. মৃত্যুর চলে আসার আগে জীবনকে।[১]

এই হাদীসের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগে জীবনকে

১. মুসতাদরাকু হাকীম, ৭৮৪৬; বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, ৯৭২৭, ৯৭২৮। সহীহ।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

কাজে লাগানোর যে কথা বলেছেন, এখানে জীবন দ্বারা যৌবনই উদ্দেশ্য। তবুও হাদীসের শুরুতে আলাদাভাবে যৌবনের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, যৌবনের গুরুত্ব বোঝানো। যেন তিনি মানুষকে বারবার এ কথাই বোঝাতে চাচ্ছেন, যৌবন যেন হেলায় না কেটে যায়। যৌবন যার কেটেছে গুরুত্বের সাথে, তার ভবিষ্যৎ জীবন সফলই বলা যায়। আর এ সময়টুকু যার কেটেছে অবহেলায়, সে পরবর্তীকালে আফসোসের ভেলায় ভাসতেই থাকবে।

কারণ, যৌবনের প্রতিটি মুহূর্তের দাম সীমাহীন। দুনিয়াতেও, আখিরাতেও। দুনিয়াতে যেমন এই সময়টুকু অবহেলায় কাটালে আফসোস করতে হবে, আখিরাতেও হতে হবে কঠিন হিসাবের মুখোমুখি। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে আমরা এমনটিই পাই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

> لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ
>
> কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত কোনো আদমসন্তান তার রবের সামনে থেকে তার পা দুটি হটাতে পারবে না।
>
> ১. তার জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, কীভাবে তা কাটিয়েছে।
>
> ২. তার যৌবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, কীভাবে তা কাটিয়েছে।
>
> ৩. তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, কীভাবে তা আয় করেছে।
>
> ৪. অর্জিত সম্পদ কোন পথে ব্যয় করেছে।
>
> ৫. সে যতটুকু ইলম অর্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসের মাধ্যমে বোঝাতে চাচ্ছেন, একজন মানুষ কিয়ামতের দিন তার জীবন সম্পর্কে দুই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।

প্রথমত, তার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে কাটিয়েছে এর জবাবদিহি তাকে করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিশেষ করে সে যৌবনকালের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। যদিও প্রথম

২ জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ২৪১৬। হাসান।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

প্রশ্নের মধ্যেই যৌবনকাল চলে আসে, তবুও যৌবনের ব্যাপারে ভিন্ন প্রশ্ন করা হবে। কারণ, একজন ব্যক্তির জীবনে যৌবনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

সুতরাং হে যুবক, যৌবনকে গুরুত্ব দাও। মনে রেখো, কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহ তাআলার সামনে যৌবনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। যৌবনে কী আমল করেছ এ ব্যাপারেও তুমি প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। কারণ শৈশবে তুমি ছিলে দুর্বল; বুদ্ধিবৃত্তিও তখন পরিপূর্ণ হয়নি। বৃদ্ধ বয়সে তুমি হয়ে যাবে আরও দুর্বল, একাকী চলাও দুঃসাধ্য হয়ে যাবে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তখন ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে থাকবে। কিন্তু যৌবনের এই সময়টাতে তো তুমি বেশ বুদ্ধিদীপ্ত সময় কাটাচ্ছ। দেহে তোমার শক্তির অভাব নেই। যেকোনো কঠিন কাজ নিমিষেই করতে পার। সুতরাং জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তুমি কতটুকু আমল করলে এর হিসাবও তোমাকে দিতে হবে। পূর্বের হাদীসটি স্মরণ রেখো যুবক। যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের উদ্দেশেই বলছেন, গুরুত্ব দাও যৌবনের এই সমারোহকে। দেহের কলকব্জাগুলো নিস্তেজ হওয়ার আগেই যৌবনের গুরুত্ব বোঝো।

শুধু যে যুবকদেরই রাসূল বলে দিয়ে গেছেন তা নয়; সাহাবায়ে কেরামকে ওসীয়ত করে গিয়েছেন, যেন তারা যুবকদের নিয়ে ভাবে। তাদের কাছাকাছি রাখে। দ্বীনী দাওয়াত ও তালীমের মধ্যে তাদেরও শরীক রাখে। তাদের পিঠে নয়, বুকে যেন জড়িয়ে রাখে। নম্রতার সাথে তাদের বোঝায়। কারণ, যুবকদের উষ্ণ রক্ত একটু নম্রতাই খোঁজে। তাদের কেউ গালি দিয়ে নয়; বরং ভালোবাসা দিয়ে বোঝাক, এটাই তারা আশা করে।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ওসীয়ত পালন করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। আবু সাঈদ খুদরী রাযি. কোনো যুবককে দেখলেই বলে উঠতেন, স্বাগত! আসো, আসো ভাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তোমাদের ব্যাপারেই আমাদের ওসীয়ত করে গিয়েছেন। তাঁর ওসীয়ত ছিল, আমরা যেন তোমাদেরকে মজলিসে বসার প্রশস্ত সুযোগ করে দিই। তোমাদের যেন তাঁর হাদীসগুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে দিই। কারণ, আমাদের পরে তো তোমরাই হাদীসের (দাওয়াত ও তালীমের) এই সিলসিলা ধরে রাখবে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

কোনো যুবক তার কাছে এলে তিনি বলতেন, ভাতিজা, তোমার মনে যা আসে সেটাই আমাকে প্রশ্ন করো। সুনিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রশ্ন করতেই থাকো। এমন যেন না হয়, তুমি কোনো ব্যাপারে সন্দিহান থেকেই আমার কাছ থেকে বিদায় নিলে। কারণ, আমার কাছ থেকে তুমি দৃঢ়তার সাথে ইলম অর্জন করে বিদায় নেবে আমি তো এটাই পছন্দ করি।[৩]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. কোনো যুবককে ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত দেখলে বলতেন, স্বাগত তোমায় ইলমের রাজ্যে, যা হিকমতের সুমিষ্ট ঝরনা ও আঁধারের জন্য আলোর ন্যায়। যারা ইলম শিখছে হয়তো তাদের পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার না, কিন্তু তাদের অন্তর স্বচ্ছ। যেসব গোত্র থেকে ইলম শিখতে এসেছে সেসব গোত্রকে অভিবাদন।[৪]

এমন ঘটনা শুধু দুয়েকটা নয়, যুবকদের প্রতি সালাফের এমন উপদেশ অজস্র রয়েছে। এই রিসালাতে অল্প কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। এবং প্রত্যেক ওসীয়তের সাথে টুকটাক কিছু আলোচনাও করা হয়েছে।

প্রথম উপদেশ : গুরুত্ব দাও যৌবনের

আবুল আহওয়াস রহ. থেকে বর্ণিত আছে, (আমর ইবনু উবাইদুল্লাহ) আবু ইসহাক সাবিঈ রহ. বলেন, 'হে যুবকেরা, যৌবনকালকে গুরুত্ব দাও। আমার জীবনে এমন রাত খুব কম অতিবাহিত হয়েছে, যে রাতে আমি এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করিনি। আমি এক রাকাতে পূর্ণ সূরা বাকারা পড়ে থাকি। রজব, জিলকদ, জিলহজ ও মুহাররম— পবিত্র এই চার মাসজুড়ে আমি রোজা রাখি। এ ছাড়া প্রতিমাসে তিন দিন এবং প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবারও রোজা রাখি। আমি এগুলো অহংকারবশত বলছি না; বরং আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ বলছি।'[৫] আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

৩. বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, ১৬১০। সনদ দুর্বল। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসীয়তের বিষয়টি হাসান সনদে প্রমাণিত। রামাহুরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল, হাদীস নং ২০; ইবনুল কাত্তান, আল ওয়াহামু ওয়াল ঈহাম, ৫/২১৬।

৪. ইবনু আব্দিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী, ২৫৭; বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, বর্ণনা নং ১৬০০। সনদ মাওকুফ। দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

৫. মুসতাদরাকু হাকীম, ৩৯৪৭; বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ৬৬১৩। সহীহ।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

'আর আপনি আপনার রবের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দিন।'[৬]

তাঁর এক হাজার আয়াত তিলাওয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য পরিমাণ বোঝানো। অর্থাৎ তিনি প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করতেন। আর প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করা সালাফের স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল।

হযরত আমর ইবনু মাইমুন রহ. কোনো লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলে বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা আজকে ফজরের নামাজের কারণে আমাকে এই এই রিযিক দিয়েছেন। আমাকে এই এই কল্যাণ দেয়া হয়েছে।'[৭]

আবু আবদুল্লাহ আল হাকীম রহ. মুসতাদরাক গ্রন্থে ওপরের দুটি উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমর ইবনু উবাইদুল্লাহ এবং আমর ইবনু মাইমুনের ওপর রহম করুন। তাঁরা দুজনেই যুবকদের ধরে ধরে এভাবে ইবাদতের ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন।'[৮]

এই দুই বর্ণনাতে একটি বিষয় লক্ষণীয়, অনুসরণীয় ব্যক্তি নিজেই তরবিয়ত করছেন। নিজেই নিজের ইবাদতের উপমা দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছেন। একজন যুবকের জন্য এটাই বেশি জরুরি। কারণ, এতে সে দারুণভাবে আগ্রহী হবে। নিজের সামনে অনুসরণীয় ব্যক্তিদের ইবাদতের উপমা পেয়ে আমল করা সহজ হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই অনুসরণীয় ব্যক্তির খেয়াল রাখা চাই, অন্যকে নিজের আমলের কথা বলাটা যেন হয় ভালো নিয়তে। যাতে লোকদেখানোর ছিটেফোঁটাও এতে না থাকে; তাহলে সব আমলই ধ্বংস হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় উপদেশ : কার থেকে ইলম নিচ্ছ এ ব্যাপারে সতর্ক হও

হাম্মাদ ইবনু যায়েদ রহ. বলেন, 'আমরা আনাস ইবনু সীরীন রহ.-এর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হলে তিনি আমাদের বলেন, হে যুবকেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। এবং কার থেকে হাদীস নিচ্ছ এ ব্যাপারে সতর্ক থাকো। কারণ, এটা তোমাদের দ্বীনেরই অংশ।'[৯]

---

৬. সূরা দূহা, (৯৩) : ১১

৭. মুসতাদরাকু হাকীম, ৩৯৪৮; মুসান্নাফু ইবনি আবী শায়বাহ, ৩৪৯৪৮; বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ৬৬১৪। সহীহ।

৮. মুসতাদরাকু হাকীম, ৩৯৪৮।

৯. খতীব বাগদাদী, আল জামিউ লি-আহকামির রাবী ও আদাবিস সামি', ১৩৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

একজন যুবকের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপদেশ। কারণ যে যুবকেরা এখন ইলম অর্জন করছে, ইলমের পথে তাদের এই পথচলাটা কোনো আহলুল ইলমের (আলিমের) হাত ধরে হওয়া জরুরি। যিনি স্বীয় ইলমের ওপর এখনো দৃঢ়পদ রয়েছেন। ইলমের পাশাপাশি আমলের ক্ষেত্রেও তিনি যেন হন ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। আর সুন্নাতে নববীতে তিনি যেন থাকেন অটল-অবিচল। এ ছাড়া যে কারও কাছ থেকে ইলম অর্জন করা যুবকদের জন্য ভয়াবহ ব্যাপার।

আব্দুল্লাহ ইবনু শাওযাব খুরাসানী রহ. বলেন, 'একজন যুবকের ওপর আল্লাহপ্রদত্ত একটি নিয়ামত হলো, সে এমন কারও সঙ্গী হবে, যে সুন্নাতে নববীর অনুসারী। এবং তাকেও সুন্নাতের ওপর উঠানোর চেষ্টা করে।'[১০]

আমর ইবনু কায়েস রহ. বলেন, 'যখন কোনো যুবককে দেখবে, সে যৌবনের প্রারম্ভেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসরণ করে, তাহলে তার ব্যাপারে আশা রাখা যায়। আর যদি দেখো, সে যৌবনের প্রারম্ভেই বিদআতী ও পথভ্রষ্টদের সাথে উঠাবসা করে, তাহলে তার ব্যাপারে নিরাশ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ, একজন যুবক যৌবনের প্রারম্ভেই যাদের সাহচর্য পায় তাদের আদর্শেই সাধারণত চলে।'[১১]

আমর ইবনু কায়েস রহ. বলেন, 'যৌবনের শুরুতেই যে আলিমদের সান্নিধ্যে থাকে, সে পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর যে পথভ্রষ্টদের সাথে উঠাবসা করবে, তার ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কাই বেশি।'[১২]

তৃতীয় উপদেশ : যৌবন হলো কল্যাণে ভরপুর; সুতরাং যা পারো এখনই কোঁচড় ভরে নাও

যৌবন হলো কল্যাণে ভরপুর। মালিক ইবনু দিনার রহ. বলেন, 'যাবতীয় কল্যাণ যৌবনেই রয়েছে।'[১৩]

যৌবনের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য মালিক ইবনু দিনার রহ. এই সতর্কবার্তাটি

---

১০. ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাতুল কুবরা, ৪৩।
১১. ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাতুল কুবরা, ৪৪।
১২. ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাতুল কুবরা, ৪৫।
১৩. আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৭৩; খতীব বাগদাদী, আল জামিউ লি আহকামির রাবী, ৬৭৩

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

দিয়েছেন। একজন যুবক যখন তার এ সময়টাকে কাজে লাগাবে, কল্যাণের পাহাড় অর্জন করতে পারবে। আর এই যৌবনে সে যা অর্জন করবে এটাই তার মৃত্যু পর্যন্ত কাজে দেবে; নিজেরও কাজে আসবে, উম্মতেরও উপকার হবে।

পক্ষান্তরে যদি যৌবনের এই মহা গুরুত্বপূর্ণ সময়কে কেউ কাজে না লাগায়, তাহলে সে এর যাবতীয় বরকতকে হাতছাড়া করে ফেলল।

কোনো যুবকের যখন যৌবনের শক্তি, প্রচুর সময় ও অঢেল সম্পদ থাকে, তখন এটাই তার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হয়। কবি আবুল ইতাহিয়ার ভাষায়,

إِنَّ الشَّبَابَ وَالفَرَاغَ وَالجِدَهْ ... مَفْسَدَةٌ لِلْمَرْءِ أَيُّ مَفْسَدَهْ

যৌবন, অবসর আর সচ্ছলতা, কাউকে ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট তা।[১৪]

আর এই তিনটি বস্তুর সাথে যদি চতুর্থ আরেকটি বিষয়ও যুক্ত হয়। তা হলো, প্রচুর ফিতনার মুখোমুখি হওয়া, এর সমস্ত উপকরণ সহজলভ্য হওয়া, তাহলে এটা একজন যুবকের জন্য আরও ভয়ংকর বিষয়। এই ফিতনায় কোনো যুবক জড়িয়ে গেলে তার যৌবনের পুরো সময়টাই কেটে যাবে গুনাহে লিপ্ত হয়ে। যৌবনের সমস্ত কল্যাণ থেকে সে মাহরুম থেকে যাবে।

এ জন্যই মালিক ইবনু দিনার রহ. সতর্ক করে বলেছেন, সমস্ত কল্যাণ যৌবনেই রয়েছে। এটা যেন কোনোভাবেই হাতছাড়া হয়ে না যায়। এ জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফিক চাইতে হবে। তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

চতুর্থ উপদেশ : সময় থাকতে ইলম অর্জন করে নাও

যুবকদের উদ্দেশে সালাফের আরও একটি উপদেশ হলো, ইলমের বরকত অর্জনে দেরি না করা। কারণ যৌবনে ইলম শেখার যে স্পৃহা থাকে, সেটা পরে আর পাওয়া যায় না।

যায়েদ ইবনু যারকা রহ. বলেন, আমরা একদল যুবক একবার সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর বাড়ির দরজায় দাঁড়ালাম তাঁর সাক্ষাতের জন্য। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে বললেন, ‘যুবক ভাইয়েরা আমার, যতদ্রুত সম্ভব ইলমের বারাকাহ হাসিল করে নাও (অর্থাৎ দ্রুত ইলম অর্জন করো)। এবং পরস্পর ইলমী মুযাকারা

---

১৪. দিওয়ানু আবিল ইতাহিয়া, ৪৪৮; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১০/১৯৬ [৪৩]

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

(আলোচনা) চালিয়ে যাও। এতে একে অপর থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারবে। ইলম অর্জনে দেরি করো না। হতে পারে তোমরা যে ইলম শিখতে চাচ্ছ, দেরির ফলে সে সুযোগ হাতছাড়া করে বসবে।’[১৫]

দ্রুত ইলম শিখতে বলার অর্থ হলো, যৌবনের সময়টাকে কাজে লাগাও। একে গনীমত মনে করো। তাহলে ইলম দ্রুত অর্জন করতে পারবে। কারণ, একজন যুবকের যে পরিমাণ ইলমের প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা থাকে, বৃদ্ধ বয়সে তা অনেকটাই থাকে না। বিশেষত বয়স যত বাড়বে, কাঁধে দায়িত্বের জোয়াল তত চেপে বসবে। ততই ব্যস্ততা বেড়ে যাবে। ফলে ইলম শেখার সুযোগ বের করা অসম্ভব হয়ে যাবে। কিন্তু একজন যুবকের এমন কোনো ঝায়ঝামেলা থাকে না। তার সময় থাকে অফুরন্ত। মন থাকে প্রফুল্ল। মাথায় কোনো চিন্তা থাকে না। কাঁধে দায়িত্বের জোয়াল থাকে না। আর যৌবনের এই উচ্ছল সময়টুকু বেশ দ্রুতগতিতেই কেটে যায়। সব পথেই সে দ্রুত চলতে যায়। এ জন্যই ইমাম আহমাদ রহ. যৌবনকে তুলনা করেছেন চমৎকারভাবে। তিনি বলেন, ‘যুবকদের আমি পকেটে থাকা বস্তুর সাথে তুলনা করি। যা একটু আগেও আমার হাতে ছিল। আচমকা কোথাও পড়ে গেল। অর্থাৎ হাতে থাকা বস্তু যেমন তাড়াহুড়ো করলে যখন-তখন পড়ে যেতে পারে, ঠিক তেমনই একজন যুবক সব কাজে এত তাড়াহুড়ো পছন্দ করে যে যেকোনো সময় তার পদস্খলন হতে পারে।’[১৬]

দেরির ফলে ইলম অর্জনের সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অনেক যুবকই স্বপ্ন দেখে, সে এটা শিখবে, এটা মুখস্থ করবে, অমুক কিতাব পড়ে শেষ করে ফেলবে ইত্যাদি। কিন্তু এসব শুধু নিয়তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার কারণে তা বাস্তবে রূপ নেয় না। ফলে সে এসব জিনিস শিখতেও পারে না। তবে তার যদি তুমুল আগ্রহের পাশাপাশি প্রচণ্ড মেহনত থাকে, আল্লাহ তাআলার কাছে অনবরত সাহায্য চাইতেই থাকে, যৌবনের এই মহামূল্য সময়ের রত্নগুলো অর্জনে আকাঙ্ক্ষী হয়, তাহলে আল্লাহ চাহেন তো সে এই ইলমের পথের একজন সফল পথিক হতে পারবে ইনশাআল্লাহ। যৌবনের মহামূল্য রত্নগুলো তার হাতের মুঠোয় আসবেই ইনশাআল্লাহ। আর আল্লাহ তাআলা তো বলেই দিয়েছেন,

---

১৫. আবু নুয়াইম, হিলয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৭০

১৬. আবু হাইয়ান তাওহীদি, আল বাসাইরু ওয়ায যাখাইর, ৯/১৮৯; যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/৩০৫

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

'আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদের আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।'[১৭]

পরস্পর ইলমী মুযাকারার কথা বলার দ্বারা যুবকদের উৎসাহ দেয়া হয়েছে, তারা যেন একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে ইলমী ফায়দা হাসিল করে। ইলমী বিষয়ে মুযাকারা করে।

পঞ্চম উপদেশ : আখিরাতকে ভুলে যেয়ো না

হযরত হাসান বসরী রহ. প্রায়ই একটা কথা বলতেন, 'যুবক ভাইয়েরা আমার, আখিরাতের ব্যাপারে বিস্মৃত হয়ে যেয়ো না। শুধু আখিরাতই যেন হয় তোমার মূল লক্ষ্যবস্তু। কারণ, আমি অনেককেই দেখেছি, আখিরাতের তালাশে নেমে দুনিয়ায় হারিয়ে গিয়েছে। এরপর আখিরাতকে পেয়েছে অল্পই, কিন্তু দুনিয়া ঠিকই অর্জন করেছে কোঁচড় ভরে। অথচ আজও আমি এমন কাউকে দেখিনি, যে দুনিয়ার তালাশে নেমে আখিরাতে মত্ত হয়ে গিয়েছে। কারণ, সে তখন দুনিয়াতেই পূর্ণ মগ্ন থাকে।'[১৮]

যুবকদের উদ্দেশ্যে হাসান বসরী রহ.-এর এই উপদেশটুকু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্পষ্ট করে এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন, একজন যুবক যেন দুনিয়া অন্বেষণেই হারিয়ে না যায়; বরং তার চিন্তাজুড়ে যেন আখিরাতের ফিকির থাকে। সে যেন আখিরাত তালাশে উন্মুখ থাকে। তার প্রতিটি মুহূর্ত যেন রবের কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টায় থাকে। এতে সে কিন্তু দুনিয়া হারাবে না; বরং এর বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তার তাকদীর অনুযায়ী তাকে দুনিয়া অবশ্যই দেবেন। যতটুকু দুনিয়া তার পাওয়ার কথা ছিল ততটুকু তার পায়ের সামনে অবশ্যই চলে আসবে।

এখানে এটা বলা হচ্ছে না যে, মানুষ একেবারে দুনিয়াবিমুখ হয়ে যাবে। এরপর অন্যের ওপর ভরসা করে বসে থাকবে। না, তা নয়; বরং একজন মুসলমান তার স্বাভাবিক রুটি-রুজির জন্য অবশ্যই উপার্জন করবে। এবং এতে যদি তার

---

১৭. সূরা আনকাবুত, (২৯) : ৬৯
১৮. বাইহাকী, যুহদুল কাবীর, ১২

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

অঢেল সম্পদও অর্জিত হয়ে যায় তাও সে তিরস্কৃত হবে না। কিন্তু এই সম্পদ যেন তাকে আখিরাতের ব্যাপারে বিস্মৃত করে না তোলে। তার সমুদয় চিন্তা-চেতনা, সময়-শক্তি সব যেন এর পেছনেই ব্যয় না হয়ে যায়। তার চিন্তাজুড়ে যেন শুধু দুনিয়াই না থাকে। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আলাভোলা উম্মতকে দুআ শিখিয়ে গিয়েছেন,

وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا

'(হে আল্লাহ,) দুনিয়াকে আমাদের দুশ্চিন্তায় পরিণত করে দিয়েন না। আর এটিকে আমাদের ইলম অর্জনের মূল লক্ষ্যে পরিণত করে দিয়েন না।'[১৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্য এ কথাও বলে গিয়েছেন,

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

'(একেবারে দুনিয়াবিমুখ হয়ে) তোমার ওয়ারিসদের অভাবগ্রস্ত রেখে যাওয়ার ফলে মানুষের কাছে হাত পাতার মতো অবস্থা হওয়ার চেয়ে উত্তম হলো, তুমি তাদের সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাও।'[২০]

সুতরাং যে ব্যক্তি আখিরাতকে বানাবে মূল লক্ষ্যবস্তু, আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়াবি প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। এবং সে দুনিয়াকে বারবার ফিরিয়ে দিলেও দুনিয়া তার পায়ের কাছে আসবেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়াকেই বানাবে আসল লক্ষ্য, দরিদ্রতা তার পেছনে লেগেই থাকবে। প্রচুর সম্পদ থাকার পরেও তার মনে হবে কিছুই যেন নেই তার। অথচ সে এতকিছুর পরেও তার তাকদীরের চেয়ে বিন্দুমাত্র বেশি সম্পদ অর্জন করতে পারবে না।

ষষ্ঠ উপদেশ : মৃত্যুর প্রস্তুতি নাও

উকবা ইবনু আবী হাকীম রহ. বলেন, আমরা একবার আউন ইবনু আবদুল্লাহ রহ.-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাদের বললেন, 'হে যুবকেরা, আমি বহু যুবককে মৃত্যুর সুরা পান করতে দেখেছি। তারা কেউ চাওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে

১৯. জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫০২। হাসান।
২০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৯৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬২৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

থাকতে পারেনি। সুতরাং আমার এই দাড়ি দেখে কিসের আশায় তোমরা দীর্ঘ হায়াত পাওয়ার স্বপ্ন দেখছ? এই বলে তিনি নিজের দাড়ি স্পর্শ করলেন।'[২১]

তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন, যুবকেরা যেন বয়স্ক কোনো ব্যক্তিকে দেখে ধোঁকায় না পড়ে যে, আমিও তো এত বয়স পাব নিশ্চিত। তাহলে তখনই মৃত্যুর প্রস্তুতি নেব। এই ভেবে সে মৃত্যুকে ভুলে যায়। আখিরাতের প্রস্তুতির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। নেক আমলের ক্ষেত্রে ঢিলেমি শুরু করে দেয়। কারণ সে তো দীর্ঘ হায়াতের স্বপ্নে বিভোর!

সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহ. এই পঙ্ক্তি বলে সবাইকে উদাহরণ দিতেন,

يُعَمَّرُ وَاحِدٌ فَيَغُرُّ قَوْمًا ... وَيَنْسَى مَنْ يَمُوتُ مِنَ الصِّغَارِ

একজনকে বার্ধ্যক্য ছু'তে দেখে পুরো জাতি ধোঁকা খেয়ে বসে আছে, তারা বেমালুম ভুলে গেছে, ইতিমধ্যে কত শিশু-কিশোর কবরবাসী হয়েছে![২২]

একবার হাসান বসরী রহ. এক মজলিসে বললেন—সে মজলিসে যুবক-বৃদ্ধ সবাই ছিল—মুরুব্বীগণ, ফসল পেকে গেলে চাষী কিসের অপেক্ষা করে? তারা উত্তরে বলেন, সেগুলো কেটে ফেলার (অর্থাৎ তিনি বুঝিয়েছেন, আপনাদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে)। এরপর তিনি বলেন, যুবকেরা, জেনে রেখো, পাকার আগেও ফসলে রোগ দেখা দিতে পারে (অর্থাৎ বৃদ্ধ হওয়ার আগেই মৃত্যু আসতে পারে)।[২৩]

একজন মুসলমান দুনিয়াতে বাঁচবে ইবনে উমর রাযি.-এর এই কথার মতো,

'তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষায় থেকো না।'[২৪]

ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি জানে না মৃত্যু হঠাৎ কখন এসে পড়ে, সে যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে। ভরা যৌবন ও সুস্থতা যেন তাকে মৃত্যুর ব্যাপারে ধোঁকায় না রাখে। কারণ, খোঁজ নিয়ে দেখুন বৃদ্ধ বয়সে খুব কম লোকই

---

২১. ইবনু আবিদ দুনইয়া, আল-উমুরু ওয়াশ শায়বু, ৪২
২২. আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/২৭৭।
২৩. বাইহাকী, যুহদুল কাবীর, ৫০০
২৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১৬

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

মৃত্যুবরণ করে; বরং যৌবনেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার ইতিহাস বেশি। এ জন্যই যুবকদের তুলনায় বৃদ্ধের সংখ্যা অনেক কম।'[২৫]

বিশ্বাস না হলে আপনার সমাজেই চোখ বুলিয়ে দেখুন। প্রবীণ লোকদের সংখ্যা সমাজে খুবই কম। বেশির ভাগই যৌবন কিংবা এরও আগে চলে যায় দুনিয়া থেকে।

সপ্তম উপদেশ : আবারও বলছি, যৌবনকে কাজে লাগাও

কাবুস ইবনু আবী যাবইয়ান রহ. বলেন, একবার আমরা কিছু যুবক আবু যাবইয়ান রহ.-এর পেছনে ফজরের নামাজ পড়েছিলাম। মুআজ্জিন ছাড়া বাকি সবাই ছিলাম তাগড়া জোয়ান। সালাম ফিরিয়ে আবু যাবইয়ান রহ. আমাদের দিকে ফিরে একে একে সবার পরিচয় জানলেন। এরপর উৎসাহ আর উদ্দীপনা ভরা কণ্ঠে বললেন, 'যুবকেরা, জানো তো? সব নবীই কিন্তু যৌবনে নবুওয়াত পেয়েছেন। আর একজন যুবক যে পরিমাণ ইলম অর্জন করতে পারে, তা অন্য কেউ পারে না।'[২৬]

আবু যাবইয়ান রহ. যুবকদের বেশ উচ্ছ্বাসের সাথে প্রথমে পরিচয় জানলেন। এরপর অল্প কথায় তাদের বোঝালেন, আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীকে নবুওয়াতের মতো গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন যৌবনে। কারণ যৌবনকাল একজন মানুষের শ্রেষ্ঠ সময়। এ সময়ে তার শক্তি-সামর্থ্য, ইলম শেখার আগ্রহ-উদ্দীপনা অন্যান্য সময় থেকে অনেক বেশি থাকে। যৌবনকালে যে পরিমাণ সময়-সুযোগ পাওয়া যায়, বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গেলে তা মেলা বড় দায়। এ জন্য যৌবনের এ সামান্য কিন্তু মহামূল্য সময়টাকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। এ সময়কে কাজে লাগানো উচিত। একে আল্লাহপ্রদত্ত বিরাট নিয়ামত ভাবা উচিত।

অষ্টম উপদেশ : হালাল পেশা গ্রহণ করো, বেকার থেকো না

আবদুল ওয়াহহাব আস-সাকাফী রহ. বলেন, একবার আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ. আমাদের বললেন, 'হে যুবকের দল, এখন থেকেই কামাই-রুজি শুরু করে

---

২৫. ছাইদুল খাতির, ২০৫ [৬৩০]

২৬. যুহাইর ইবনু হরব নাসাঈ (আবু খায়ছামা), কিতাবুল ইলম, ৮০।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

দাও। এমন যেন না হয়, এখন বেকার থাকার ফলে বৃদ্ধ বয়সে মানুষের দ্বারে দ্বারে সাহায্যের হাত পাতা লাগে।'[২৭]

অর্থাৎ যুবকদের জন্য ইলম শেখার পাশাপাশি টুকটাক কোনো পেশাও গ্রহণ করা উচিত। যাতে নিজের প্রয়োজনগুলো পূরণ করা সহজ হয়। এরপর পরিবার-পরিজনের সাহায্য করা যায়। যুবক বয়সে যেন অন্যের কাঁধে বোঝা হয়ে না থাকতে হয়। এখন থেকে হালালভাবে কামাই শুরু করলে বৃদ্ধ বয়সে মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাতা লাগবে না। সবচেয়ে বরকতময় ও পবিত্র রিযিক হলো আপন হাতের হালাল কামাই।

নবম উপদেশ : অন্যের ইবাদতের অন্তরায় হয়ো না

জাফর রহ. বলেন, একদিন আমরা কয়েকজন যুবক মসজিদে বসে ছিলাম। তখন সাবেত বুনানী রহ. এসে বললেন, 'তোমরা যুবকরাই আমার ও আমার রবের মাঝে সিজদায় কথোপকথন থেকে বাধা দিয়ে থাকো।' সাবেত বুনানীর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল নামাজ পড়া।[২৮]

এই কথার দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন, কিছু কিছু যুবক দলবেঁধে মসজিদে গিয়ে গল্পগুজবে লিপ্ত হয়ে যায়। উচ্চ আওয়াজে হাসি-তামাশা ও আড্ডায় মত্ত হয়ে যায়। এতে অন্যান্য মুসল্লীদের ইবাদতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। নামাজে খুশু-খুযু ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে যায়। ওই যুবকেরা নিজেরাও ইবাদত করে না, আর অন্যদেরও ধীরে-সুস্থে ইবাদত করতে দেয় না।

এ জন্য মসজিদের আদবের ব্যাপারে যুবকদের সতর্ক করা উচিত। মানুষের ইবাদতে বাধা দেয়ার গুনাহের কথা তাদের বোঝানো উচিত। বিশেষ করে এ যুগে আরেক ফিতনা দেখা দিয়েছে, নামাজের সময় মোবাইলের রিংটোন বেজে ওঠা। মসজিদে আসার আগেই রিংটোন বন্ধ করে রাখা আবশ্যক। না হয় নামাজ পড়া অবস্থায় ফোন বেজে উঠলে অনেক মানুষের নামাজের খুশু-খুযু নষ্ট হয়ে যায়। (আরও বিব্রতকর অবস্থা হলো, অনেক যুবকের ফোনে বাজনাযুক্ত রিংটোন বা সরাসরি কোনো গান সেট করা থাকে। নামাজ পড়া অবস্থায় মসজিদে এসব

---

২৭. আবু বকর মাররুযী, কিতাবুল ওয়ারা', ৯৪

২৮. মুসনাদু ইবনিল জাআদ, ২১১; আবু নুআইম, হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/৩২২; বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ২৯১৮।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

বেজে উঠলে সবার নামাজেই সমস্যা হয়।) এ জন্য যুবকদের সাবধান থাকা উচিত, তার জন্য যেন কারও ইবাদতে বাধা সৃষ্টি না হয়।

দশম উপদেশ : সালামের প্রচলন করো

মুহাম্মাদ ইবনু সুকা রহ. বলেন, একবার মাইমুন ইবনু মিহরান রহ.-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি তাকে বললাম, স্বাগত, আল্লাহ্ আপনাকে ভালো রাখুন। কী খবর? উত্তরে তিনি বললেন, 'এটা তো (এখনকার) যুবকদের অভিবাদনের ধরন। তুমি বরং আগে সালাম দেবে।'[২৯]

হাদীসের মধ্যেও সালামের ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ

'যে ব্যক্তি সালাম দেয়ার পূর্বেই কথা বলা শুরু করবে, তোমরা তার কথার জবাব দেবে না।'[৩০]

বর্তমানে যুবকেরা তাদের বন্ধু-বান্ধব ও সমবয়সিদের সালাম দিতে ইতস্তত করে। এবং নিজেদের মনমতো পদ্ধতিতে অভিবাদন জানায়। (যেমন : কেউ বলে, কিরে, কী অবস্থা?) এরপর তারা সালাম দেয়। আবার কখনো একেবারেই সালাম দেয় না। তাই যুবকদের প্রতি সালাফের উপদেশ হলো, পরস্পর সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাতে হবে। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাতে প্রথমেই সালাম দিতে হবে। এরপর অন্যান্য কথাবার্তা বলতে হবে।

এগারোতম উপদেশ : যৌবনের আগ্রহ-উদ্দীপনা ও শক্তিকে আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করো

আবু মালিহ রহ. বলেন, একবার আমরা কিছু যুবক মাইমুন ইবনু মিহরানের কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাদের বলেন, 'যুবক ভাইয়েরা আমার,

---

২৯. আবু হিলাল আসকারী, দিওয়ানুল মাআনী, ২/২১৯; আবু নুআইম, হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪/৮৬

৩০. ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি, ২১৪; আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৯৯। আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতির মুহাক্কিক আবু উসামা হিলালীর মতে সনদ হাসান। উযালাতুর রাগিবিল মুতামান্নি, ১/২৭৩ [২১৫]।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

যৌবনের আগ্রহ-উদ্দীপনা আর শক্তিগুলোকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করো। তার ইবাদতে কাজে লাগাও। আর হে আমার বয়স্ক বন্ধুজন, আর কতদিন এভাবে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে থাকবেন! আর কতদিন আল্লাহর অবাধ্যতায় নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য সব ব্যয় করবেন!'[৩১]

অনেক যুবক তার যৌবনের সব শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে ফেলে অহেতুক কাজে। মোজ-মাস্তিতেই কেটে যায় তার যৌবনের বেশির ভাগ সময়। তারা ভাবে, এখন যদি এসব না করি আর করব কবে! এরপর তারা বার্ধক্যের অপেক্ষা করে। তারা মনে করে, বার্ধক্যে উপনীত হলে প্রচুর ইবাদত করতে পারব। এভাবে তারা তাদের যৌবনকে আল্লাহর অবাধ্যতায় নষ্ট করে ফেলে। আর বয়স্কদের উদ্দেশ্য করে মাইমুন ইবনু মিহরান রহ. বলেন, 'হে বয়োবৃদ্ধ জন, আর কতকাল এভাবে যৌবনকে অবাধ্যতায় কাটিয়ে দেবেন! এখন তো হুঁশ ফিরুক আপনার।'

বারোতম উপদেশ : এখন নামাজ না পড়লে আর কবে পড়বে

ফিরয়াবী রহ. বলেন, একবার সুফিয়ান সাওরী রহ. নামাজ শেষ করে যুবকদের দিকে ফিরে বললেন, 'এখন যদি তুমি নামাজ না পড়ো তাহলে আর করে পড়বে?'[৩২]

যৌবনকালে অনেকেই ভাবে, এখন আনন্দ-ফুর্তি করে নিই, বৃদ্ধ বয়সে ইবাদত করব। তখন না হয় নামাজ পড়ব। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে যখন নামাজ পড়তে চায় তখন দেখা যায়, দুর্বলতার কারণে কোমড়ই বাঁকা করতে পারছে না; সিজদা করবে কোত্থেকে? দুই পা আগানোই তখন দুষ্কর হয়ে যায়, মসজিদে আসবে কীভাবে? এ জন্যই সুফিয়ান সাওরী রহ. যুবকদের বলেছেন, ইবাদত করার এখনই তো সুযোগ। যা করার এখনই করে নাও। সময়কে এখনই কাজে লাগাও। না হয় পরে আফসোসের অন্ত থাকবে না। খুব ইচ্ছে হবে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে, কিন্তু শরীর তখন সায় দেবে না। খুব ইচ্ছে হবে দিনভর ইবাদত করতে, বার্ধক্য তখন আড়াল হয়ে দাঁড়াবে। মসজিদে গিয়ে সিজদা দিতে চাইলেও দুর্বল শরীর তখন বিছানা থেকেই উঠতে দেবে না। সুতরাং এখন ইবাদত না করলে আর কবে করবে?

---

৩১. আবু নুআইম, হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪/৮৭। ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করা হয়েছে।
৩২. আবু নুআইম, হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭/৫৯

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

তেরোতম উপদেশ : জান্নাতের দিকে দৌড়াও, এর আনতনয়না হুরগণ তোমাদের অপেক্ষায় আছেন

রবিআ ইবনু কুলসুম রাযি. বলেন, একবার আমরা কিছু যুবক ইমাম হাসান বসরী রহ.-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি আমাদের বললেন, 'হে যুবকের দল, জান্নাতের আনতনয়না হুরদের দিকে কি মন টানে না? তাদেরকে কি পেতে চাও না?'[৩৩]

ইমাম হাসান বসরী রহ. এই ছোট্ট কথার মাধ্যমে যুবকদের মনে জান্নাতের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদেরকে বোঝাতে চাইছেন, দুনিয়ার সাজসজ্জা আর কীই-বা দেখলে, জান্নাতের ছোট্ট নিয়ামতের কাছেও এগুলো কিছুই না। দুনিয়ার সেরা সুন্দরীর প্রেমে মত্ত হয়ে আছ, তাকে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছ, অথচ জান্নাতের হুরদের তুলনায় এরা একেবারেই নগণ্য। সুতরাং দৌড়াও জান্নাতের দিকে। তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে জান্নাতের আনতনয়না হুরগণ। তাদেরকে কি পেতে চাও না? দুনিয়ার তুচ্ছ ভালোবাসার বদলে জান্নাতের হুরদের স্থায়ী ভালোবাসা পেতে চাও না? তাহলে তোমার সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা এর জন্যই ব্যয় করো। আল্লাহ তাআলা তো বলেই দিয়েছেন,

وَ مَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَ سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا

'আর যারা মুমিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য।'[৩৪]

চোদ্দতম উপদেশ : 'শীঘ্রই নামাজ পড়া শুরু করব, শীঘ্রই তওবা করব' এই রোগে আক্রান্ত হয়ো না

ইমাম হাসান বসরী রহ. একদিন যুবকদের বললেন, 'যুবক ভাইয়েরা আমার, আমলের ক্ষেত্রে দেরি করো না। তওবা করতে বিলম্ব করো না। এমন যেন না হয়, আমলের ক্ষেত্রে দেরি করা তোমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে।'[৩৫]

---

৩৩. ইবনু আবিদ দুনইয়া, সিফাতুল জান্নাত (দারুল বাশার), ৩১২

৩৪. সূরা ইসরা, (১৭) : ১৯

৩৫. ইবনু আবিদ দুনইয়া, কিসারুল আমাল, ২১২।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

'শীঘ্রই নামাজ পড়া শুরু করব, শীঘ্রই ভালো হয়ে যাব' এ ধরনের কথা যুবকদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। শয়তান এভাবে ধোঁকা দিয়ে যুবকদের ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কত যুবক নামাজ পড়ে না। নামাজের কথা বললেই বলে, কাল থেকে পড়ব। কাল পর্যন্ত সে হায়াত পাবে এমন নিশ্চয়তা সে কোথায় পেল? বরং এভাবে সে দেরি করতেই থাকে। কাল করব বললেও এই কাল আর আসে না তার জীবনে। বারবার তওবার সুযোগ পেয়েও সে 'কাল করব' এ কথার ধোঁকায় পড়ে তওবার সুযোগ হারিয়ে ফেলে। প্রতিদিন পাঁচবার নামাজের সময় হলেও সে বলে, কাল থেকে পড়ব। কিন্তু এই কাল তার কালই থেকে যায়। নামাজও আর পড়া হয় না। গুনাহ থেকে তওবাও করা হয় না। এভাবে কেউ হয়তো তওবা ছাড়াই চলে যায় দুনিয়া থেকে। আর কেউ তওবার সুযোগ পায় জীবনের অন্তিম মুহূর্তে। যখন জীবনে আর কোনো আশা-ভরসাই তার বাকি থাকে না।

পনেরোতম উপদেশ : জীবন থেকে যা পেতে চাও, যৌবনেই নিয়ে নাও

হাফসা বিনতে সীরীন রহ. বলেন, 'হে যুবকেরা, জীবন থেকে যদি কিছু পেতে চাও, তাহলে যৌবনেই নিয়ে নাও। আল্লাহর কসম, কাউকে যৌবনকালে যে পরিমাণ আমল করতে দেখেছি, বৃদ্ধ বয়সে তা করতে দেখিনি।'[৩৬]

মানুষ যৌবনকালে যে পরিমাণ আমল করতে পারে, বৃদ্ধকালে তা করতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। কারণ, যৌবনের শক্তি-সামর্থ্যের সাথে বৃদ্ধকালের তুলনা হয় না। কিন্তু কোনো যুবক যদি তার যৌবনকে অবহেলা করে, অনর্থক ও গুনাহের কাজে নষ্ট করে ফেলে, প্রবৃত্তির অনুসরণেই যৌবন কাটিয়ে দেয়, তাহলে সে তার যৌবনের নিয়ামতকে হারিয়ে ফেলল। যা তার বৃদ্ধকালের আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ জন্যই কবি বলেছেন,

مَآرِبُ كَانَتْ فِي الشَّبَابِ لِأَهْلِهَا
عِذَابًا فَصَارَتْ فِي الْمَشِيبِ عَذَابَا

'যৌবনে যে আশা ছিল বড় সুমিষ্ট, বৃদ্ধ বয়সে তা হয়ে গেছে তিক্ততার কারণ।'[৩৭]

---

৩৬. মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, ৪৯।
৩৭. ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ, রওযাতুল মুহিব্বীন, ৪৮৩।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

যৌবনে মানুষ আশার ভেলায় ভাসতে থাকে। হাজারও রঙিন স্বপ্ন তার চোখে ভাসে। কোনোটা তার পূরণ হয়, কোনোটা স্বপ্নই রয়ে যায়। কিন্তু এভাবে সে তার মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যায়। স্বপ্নের ভিড়ে বাস্তবতা ঠাঁই পায় না। ফলে সে বাস্তবতা চিনতেই পারে না। কিন্তু একদিন-না-একদিন যৌবন ফুরিয়ে যাবে, এই স্বপ্নের ভেলা একদিন জীবনসায়াহ্নের তীরে ভিড়বে। তখন আশা-স্বপ্নকে অর্থহীন মনে হবে। জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে এসবের পেছনে ছোটাকে এখন আফসোসের কারণ মনে হবে।

তাই, যৌবনের এই মহাগুরুত্বপূর্ণ সময়ের মূল্য বোঝা উচিত। এর প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানো উচিত। যৌবনের একটা ক্ষুদ্র কল্যাণও যেন হাতছাড়া হয়ে না যায় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। আর বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা উচিত, তিনি যেন যৌবনকে কাজে লাগানোর তাওফীক দান করেন। মনে রাখতে হবে, কিয়ামতের দিন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে যৌবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন। যৌবনকে দ্বীনের পথে ব্যয় করার তাওফীক দান করুন।

ষোলোতম উপদেশ[৩৮]: সরাসরি কোনো অভিজ্ঞ আলেমের সোহবত গ্রহণ করো

বিখ্যাত তাবিয়ী কাসীর ইবনু কায়েস রহ. বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে একদিন সাহাবী হযরত আবুদ দারদা রাযি.-এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে একলোক এসে বলল, হে আবুদ দারদা, আমি আপনার নিকটে রাসূলের শহর (মদীনা) হতে এসেছি কেবল একটি হাদীসের জন্য। আমার নিকটে খবর পৌঁছেছে যে, আপনি উক্ত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে থাকেন। আমি অন্য কোনো কারণে এখানে আসিনি।

তখন আবুদ দারদা রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মাধ্যমে তাকে জান্নাতের পথসমূহের

৩৮. এখান থেকে শেষ পর্যন্ত অনুবাদকের সংযোজন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম তলবকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানাসমূহ বিছিয়ে দেন। নিশ্চয়ই যারা আলেম তাদের জন্য আসমান ও জমিনে যারা আছে, তারা আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, এমনকি মাছসমূহ পানির মধ্যে থেকেও। আলেমগণের মর্যাদা আবেদগণের ওপরে ওইরূপ, পূর্ণিমার রাতে চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য তারকাসমূহের ওপরে যেরূপ। নিশ্চয়ই আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কোনো দীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যান না; বরং তাঁরা রেখে যান কেবল ইলম। অতএব যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করেছে, সে ব্যক্তি পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।'[৩৯]

যৌবনে ইলম শেখার আসবাব-উপকরণ থাকে হাতের নাগালে। একটু সদিচ্ছা থাকলেই ইলম শেখা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। এই সুযোগকে কাজে লাগানো উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ইলম শেখার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো সরাসরি কোনো আলেমের সোহবতে ইলম শেখা। ওপরে বর্ণিত ঘটনায় আমরা দেখতে পাই, এক ব্যক্তি মদীনা থেকে সুদূর দামেশকে গিয়েছেন আবুদ দারদা রাযি. এর কাছ থেকে শুধু একটি হাদীসের ইলম অর্জনের জন্য!

এখন এ বিশ্বে সবকিছুই যেন হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। সহজ হয়ে গেছে যাবতীয় কাজকর্ম। এই সুবাদে ইলম অর্জনের পথকেও কেউ একেবারে সুগম করতে চাচ্ছেন। তারা চান, উস্তাদের সোহবতে না গিয়ে ঘরে বসেই কীভাবে যাবতীয় ইলম শেখা যায়। এভাবে হয়তো আক্ষরিক জ্ঞানটুকু শেখা যাবে, কিন্তু ইলম রয়ে যাবে যোজন যোজন দূরে। কারণ ইলম শুধু কিতাবের কালো অক্ষরের নাম নয়; ইলম হলো আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত সীনা-বা-সীনা ঘুরে আসা এক বিশেষ নূরের নাম। কিন্তু অনেক যুবক এই ব্যাপারে মারাত্মক অবহেলা করেন। তারা অনলাইনকেই ইলম শেখার যাবতীয় মাধ্যম বানিয়ে নেন। উস্তাদের সরাসরি সোহবতকে কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন। তাদের দাবি অনুযায়ী, সরাসরি সোহবত নিতে গেলে প্রচুর সময় চলে যাবে। এমনকি তারা হয়তো পূর্বে বর্ণিত ঘটনাকেও সময়ের অপচয়ের কাতারে ফেলে দেবেন। কারণ তাদের মতে, শুধু একটি হাদীস শেখার জন্য এখন যদি এতদূর সফর করা হয়, তাহলে এটা নিশ্চিতভাবে সময়ের অপচয় হবে। তাদের কথার বাহ্যিক দিক সুন্দর হলেও এর

---

৩৯. সুনানু আবী দাউদ, ৩৬৪১; জামে' তিরমিযী, ২৬৮২; সুনানু ইবনি মাজাহ, ২২৩; সুনানে দারেমী, ৩৫৪। হাসান।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

ভেতরে রয়েছে মারাত্মক অবহেলা আর ধোঁকার গন্ধ। শয়তান এভাবে ধোঁকা দিয়ে যুবকদের উস্তাদের সরাসরি সোহবত থেকে মাহরুম রাখে।

আরও সহজে বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা অনলাইনে ও অফলাইনে ইলম শেখার বিষয়ে কিছু তুলনা করতে পারি,

১. অনলাইনে ইলম শেখার একটি উপকারিতা হলো, অল্প সময়ে অনেক কিছু শেখা যায়। কষ্ট ছাড়াই ইলম অর্জন করা যায়। আর সরাসরি ইলম শিখতে গেলে প্রচুর সময় লাগে। তবে এ ক্ষেত্রে অনলাইনে যে ক্ষতি হয় তা হলো, আপনি যেটা জানতে চাচ্ছেন শুধু সেটাই জানতে পারবেন। ধরুন আপনি ইন্টারনেটে কোনো মাসআলা লিখে সার্চ দিলেন, বিপরীতে শুধু আপনার প্রশ্নের জওয়াবটিই আসবে। আর সরাসরি সোহবতে অনেক বেশি সুবিধা রয়েছে। আপনি উস্তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ের ইলম ছাড়াও আনুষঙ্গিক আরও বিভিন্ন বিষয় জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন। পাশাপাশি উস্তাদ থেকে শিষ্টাচার ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়ও হাতে-কলমে শিখতে পারবেন।

২. অনলাইনে আপনি যা জানতে চাচ্ছেন হুবহু সেটাই পাবেন এমন নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে আপনি যে মাসআলা জানতে চাচ্ছেন এর সামান্য বিপরীত মাসআলা পেয়ে আপনি সেটার ওপরই আমল করা শুরু করে দিলেন। মোটকথা, অনলাইনে ইলম শিখতে গেলে, কোনো মাসআলা জানতে গেলে সামান্য উনিশ-বিশে বিশাল ভুল হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। এরচেয়ে সরাসরি আলেমের সুহবতে গিয়ে আপনার সমস্যার কথা খুলে বলে বিস্তারিত উত্তর জানতে পারবেন।

৩. ইলমের পরিপূর্ণতার সাথে উস্তাদের সম্পর্কও অনেক বেশি। অর্থাৎ উস্তাদ যত আমলওয়ালা হবেন, ছাত্রের ইলমের পরিপূর্ণতা তত বেশি হবে। কারণ এই ইলম তো তার সীনা থেকেই ছাত্রের সীনায় যাবে। সুতরাং তিনি যদি বে-আমল হন, তাহলে তার সীনা থেকে ইলম বের হবে না; বরং কিতাবের কালো অক্ষরগুলোই বের হবে। এর দ্বারা কখনোই ইলমের পরিপূর্ণতা আসবে না। অনলাইনে ইলম শেখার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি পরখ করে নেয়া সম্ভব হয় না। সেখানে উস্তাদ-ছাত্রের মাঝে পার্থক্য থাকে অনেক বেশি। একজন আরেকজন থেকে যোজন যোজন দূরে থাকে। তাই কার থেকে ইলম নেয়া হচ্ছে এটা

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

যাচাই করার সুযোগ থাকে না। অনলাইনের ভাসা ভাসা পরিচয়ে অনেককে আস্থাভাজন করে ধোঁকা খাওয়ার ইতিহাসও আমাদের সামনে অসংখ্য রয়েছে।

এখানে সংক্ষেপে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো। সুতরাং যুবকদের জন্য আবশ্যক হলো, অনলাইনের চেয়ে উস্তাদের সোহবতে সরাসরি বেশি থাকার চেষ্টা করা। সরাসরি উস্তাদের কাছ থেকে ইলম হাসিলের চেষ্টা করা। এটা নিজের ঈমান-আমল উভয়ের জন্যই কল্যাণকর।

সতেরোতম উপদেশ : আলেমদের পেছনে লেগে নিজের আমলটুকু ধ্বংস করো না

তরুণ বয়সে জযবা বেশি থাকে। ইলম কাঁচা থাকে। বয়স ও বুদ্ধি তখনো পরিপক্ক হয় না। ফলে অপরিপক্কতার কারণে পরিপক্ক ব্যক্তিদের বুঝ ও চিন্তা-চেতনার সাথে ফারাক থাকে বিশাল। এখানেই অনেক যুবা খেই হারিয়ে ফেলে। তারা মনে করে, আমার বুঝই সঠিক। আমি যা জানি এটাই শরীয়ত। এর বিপরীত যেই বলুক না কেন, সে-ই বাতিল।

কখনো কখনো আরও আগ বাড়িয়ে অনেক তরুণ প্রবীণ আলেমদের দোষচর্চায় মেতে ওঠেন। আলেমদের আত্মমর্যাদা নিয়ে টানাটানি করেন। তাদের দীর্ঘ-উপলব্ধ ইলমী যোগ্যতাকে এক নিমিষেই ছুড়ে ফেলে দিতে চান। আর যদি কখনো আলেমদের মতবিরোধপূর্ণ কোনো বিষয় পান, তখন তাদের এই কাজগুলো আরও যোলোকলা পূর্ণ করে। আরও মারাত্মকভাবে তারা আলেমদের পেছনে লেগে পড়েন। সমাজে এমন অনেক মতবিরোধ আছে, শুরুতে যেগুলো বিন্দু আকারে থাকলেও আওয়ামদের জযবার কারণে তা বিরাট আকার ধারণ করে। তারা চায় এটার একটা বিহিত করতেই হবে। এর একটা সমাধান এখনই চাই। অথচ দেখা যাবে এ বিষয়ে মতবিরোধ যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে।

অনেক তরুণ আলেমদের ইখতিলাফের কারণে আলেমদের থেকে দূরে সরে যান। এমনকি কেউ কেউ তাদের গীবত-শেকায়াত করা শুরু করে দেন। এতে যেমন তারা দুনিয়াতেও আলেমদের সোহবত থেকে দূরে থাকল, আখেরাতের জন্য যে অল্প আমল করা হয়, সেটাও বিনষ্ট হয়ে গেল। যুবকদের মূল অভিযোগ হলো, আলেমদের মাঝে ইখতিলাফ হলে আমরা কী করব? তারাই তো ইসলামকে ধ্বংস করছে, আমাদের আর কী দোষ!

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক হাফি. বলেন, ‘আলেমদের মাঝে মতভেদ হলে সাধারণ মানুষ কী করবে—এই প্রশ্ন এখন মানুষের মুখে মুখে। আমল থেকে গা বাঁচানোর জন্য এবং ভুল থেকে ফিরে আসার সংকল্প না থাকলে অতি নিরীহভাবে এই অজুহাত দাঁড় করানো হয় যে, আমাদের কী করার আছে? আলিমদের মাঝে এত মতভেদ, আমরা কোনদিকে যাব? কার কথা ধরব, কার কথা ছাড়ব? আমার আবেদন এই যে, আমরা যেন এই অজুহাত দ্বারা প্রতারিত না হই। এটি একটি নফসানি বাহানা এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা। নিচের কথাগুলো চিন্তা করলে এটা যে শয়তানের একটি ধোঁকামাত্র তা পরিষ্কার বুঝে আসবে।

১. জরুরিয়াতে দ্বীন, অর্থাৎ দ্বীনের ঐ সকল বুনিয়াদী আকিদা ও আহকাম এবং বিধান ও শিক্ষা, যা দ্বীনের অংশ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত, যেগুলো মুসলিম উম্মাহর মাঝে সকল যুগে সকল অঞ্চলে ব্যাপকভাবে অনুসৃত, যেমন আল্লাহর উপর ঈমান, তাওহীদে বিশ্বাস, আখিরাতের উপর ঈমান, কুরআনের উপর ঈমান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর হাদীস ও সুন্নাহর উপর ঈমান, মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখেরী নবী ও রাসূল হওয়ার উপর ঈমান; পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায, জুমার নামায, যাকাত, রোযা, হজ ও পর্দা ফরয হওয়া, শিরক, কুফর, নিফাক, কাফির-মুশরিকদের প্রতীক ও নিদর্শন বর্জনীয় হওয়া, সুদ, ঘুষ, মদ, শূকর, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, মিথ্যাচার ইত্যাদি হারাম হওয়া এবং এ ধরনের অসংখ্য আকিদা ও বিধান, যা জরুরিয়াতে দ্বীনের মধ্যে শামিল তাতে আলিমদের মাঝে তো দূরের কথা, আম মুসলমানদের মাঝেও কোনো মতভেদ নেই।

যারা দ্বীনের এই সকল স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কেও বিশ্বাস ও কর্মে অনুসরণ করে না তারাও বলে; বরং অন্যদের চেয়ে বেশিই বলে যে, আলিমদের মাঝেই এত মতভেদ তো আমরা কী করব!

২. অসংখ্য আমল, আহকাম ও মাসাইল এমন আছে, যেগুলোতে আলিমদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। এগুলোকে ইজমায়ী আহকাম বা সর্বসম্মত বিধান হিসেবে গণ্য করা হয়। কিছু মানুষ এসব বিষয়েও নতুন মত ও পথ আবিষ্কার করে, এরপর আলিমদের অভিযুক্ত করে যে, তারা এখানে দ্বিমত করছেন!

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

৩. আল্লাহ তাআলা যাকে বিচার-বিবেচনার সামান্য শক্তিও দিয়েছেন তিনি যদি আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে সত্য অন্বেষণের নিয়তে জরুরিয়াতে দ্বীন (স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদি) এবং মুজমা আলাইহ (সর্বসম্মত বিষয়সমূহ) সামনে নিয়ে চিন্তা করেন তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে, বাতিলের পক্ষাবলম্বনকারীরা 'আলিম' (জ্ঞানী) নন; বরং হাদীসের ভাষায় عليم اللسان 'বাকপটু'।

এই শ্রেণীর লোকদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকলে আহলে হক্ক আলিমদের, যারা 'আসসুন্নাহ' ও 'আলজামাআ'র নীতি-আদর্শের উপর আছেন, চিনে নিতে দেরি হবে না। এরপর তাঁদের সাহচর্য অবলম্বন করলে তিনি তো নিন্দিত মতভেদ থেকে বেঁচেই গেলেন। আর বৈধ মতভেদপূর্ণ বিষয়াদিতে তিনি যদি তার দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য আলিমদের নির্দেশনা অনুসরণ করেন তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। ইনশাআল্লাহ আখিরাতে তিনি দায়মুক্ত থাকবেন।

৪. কুরআন-হাদীসের বাণী ও ভাষ্য থেকে প্রাপ্ত কিছু চিহ্ন ও আলামত আছে, যেগুলোর সাহায্যে ঈমানদারির সাথে চিন্তা-ভাবনা করে কেউ কোনো আলিমকে নির্বাচন করতে পারেন, যার সাহচর্য তিনি গ্রহণ করবেন এবং যার সাথে দ্বীনী বিষয়ে পরামর্শ করবেন।

সময় করে আলিমদের মজলিসে যান, তাঁদের কাছে বসুন এবং লক্ষ করুন, যেসব আমল সর্বসম্মত, যে বিষয়গুলো সর্বসম্মতভাবে সুন্নত এমন বিষয়ের অনুসরণ আর যে বিষয়গুলো সর্বসম্মতভাবে নাজায়েয ও বিদআত তা বর্জনের বিষয়ে কে বেশি ইহতিমাম করেন, কার সাহচর্যের দ্বারা আখিরাতের ফিকির পয়দা হয়, ইবাদতের আগ্রহ বাড়ে, আল্লাহ তাআলার নাফরমানী সম্পর্কে অন্তরে ভয় ও ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং কার সঙ্গীদের অধিকাংশের অবস্থা এসব ক্ষেত্রে ভালো; কে পূর্ণ সতর্কতার সাথে গীবত থেকে বেঁচে থাকেন এবং প্রতিপক্ষের সাথেও ভালো ব্যবহারের আদেশ দেন; কার কথা থেকে বোঝা যায় কুরআন-হাদীসের ইলম তার বেশি, কার কথায় নূর ও নূরানিয়াত বেশি; তেমনি যে আলিমগণ সর্বসম্মতভাবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁরা কাকে সমর্থন করেন।

এ ধরনের নিদর্শনগুলোর আলোকে বিচার করার পর কেউ যদি সালাতুল হাজত পড়েন, আল্লাহর দরবারে দুআ করেন, ইসতিখারা করেন, এরপর নেক

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

নিয়তের সাথে কোনো আলিমকে নির্বাচন করেন তাহলে ইনশাআল্লাহু তিনি দায়মুক্ত হবেন।

তবে এক্ষেত্রেও জরুরি মনে করা যাবে না যে, সবাইকে ওই আলিমের কাছেই মাসআলা জিজ্ঞাসা করা উচিত এবং তাঁরই কাছে পরামর্শ নেওয়া উচিত। তদ্রূপ মতভেদপূর্ণ বিষয়াদিতে ঐসব লোকদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যাবে না, যারা অন্য আলিমের ফতোয়া ও নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করেন।

অন্য কেউ যদি আল্লাহর রেযামন্দির জন্য চিন্তা-ভাবনা করে অন্য কোনো আলিমকে তার দ্বীনী রাহনুমা বানান তাহলে আপনার আপত্তি না থাকা উচিত, না তার সাথে আপনার তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন আর না আপনার সাথে তার।

যে আলিমদের আপনি নির্বাচন করেননি তাদের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা কিংবা তাঁদের সম্পর্কে কটূক্তি করা কোনোটাই জায়েয নয় এবং বিনা দলীলে তাদের কাউকে বাতিল মনে করাও বৈধ নয়।

পরিশিষ্ট

যুবকদের প্রতি সালাফের এই উপদেশগুলো স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। অশান্ত, অস্থির এই সমাজে এই উপদেশগুলো একজন যুবকের অবলম্বন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যুবকদের আবেগের বন্ধন অনেক কোমল থাকে। ফলে সামান্য জযবাতেই তা ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সামান্য ভুল পথে গেলেই তা ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়ে যায়। তাই সালাফগণ বারবার বুঝিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয়ে একাধিকবার সতর্ক করেছেন। যৌবনকে গুরুত্ব দেয়ার কথাই দেখুন না! কতবার বলা হলো এখানে! কারণ যুবকরা যদি যৌবনকে গুরুত্ব না দেয়, তাহলে ধ্বংস অনিবার্য। যুবকদেরকে ইলম অর্জনের মাধ্যমের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, এ পথেও অনেক যুবক হারিয়ে গেছে কালের গহ্বরে। যেখানে তাদের থাকার কথা ছিল ইতিহাসের শীর্ষচূড়ায়। এরপরও তারা প্রথম মানযিলও পার হতে পারল না কেন! ভাবা দরকার এ নিয়ে। সালাফগণ বহু ভেবেচিন্তে এরপর সতর্ক করেছেন যুবাদের। সতর্ক করেছেন তাদের ইলম শেখার ব্যাপারে। ভুল মানুষের হাতে যেন তাদের ইলম শেখার হাতেখড়ি না হয়। শুরুতেই যদি গলদ থাকে, আখের তো তাহলে ভুলে ভরাই থাকবে।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

এরপর সালাফগণ মৃত্যুর ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কারণ অনেক যুবক যৌবনের তাড়নায় মৃত্যুর স্পর্শকে একেবারেই ভুলে যান। তারা ভুলে যান যে, মৃত্যু তাদের মাথার ওপরেই ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। এখনই ছোবল দিতে পারে সে। এর ফলে যুকবকরা আখেরাতকেও ভুলে যায়। তাই সালাফগণ এ ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন।

সালাফগণ শুধু আখেরাতের ব্যাপারে সতর্ক করে গিয়েছেন তা নয়; বরং আখেরাতের সহযোগী হিসেবে দুনিয়ায় হালাল আয়-রোজগারের ব্যাপারে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন। কারণ, এ পথে শয়তান অনেক যুবককে ধ্বংস করে ফেলে। দরিদ্রতা মানুষের ঈমান-আমল হরণ করে খুব দ্রুত। তাই যুবকরা যেন এ ব্যাপারে গাফেল না থাকে, তাই সালাফে সালিহীন হালাল পেশা গ্রহণের উৎসাহ দিয়েছেন।

সালাফগণ যুবকদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের ব্যাপারেও সতর্ক ছিলেন। তাই তাদের সালাম থেকে শুরু করে মসজিদে গিয়ে কী করবে আর কী করবে না, এটাও বলে দিয়েছেন সুস্পষ্টভাবে।

অনেক যুবক যৌবনের ধোঁকায় পড়ে ইবাদতের ব্যাপারে গাফলতির শিকার হয়। তারা বৃদ্ধ হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। অথচ তাদের চোখের সামনেই কত যুবক দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তারা নিজেরাই কত যুবকের জানাজায় শরীক হয়। তবুও তাদের অন্তর্চক্ষু খোলে না। তাই সালাফে সালিহীন এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, যৌবনে ইবাদত না করলে পরে আফসোসের অন্ত থাকবে না। এখন ইবাদত করতে গেলেই মনের মধ্যে এই খেয়াল উঁকি দেবে, আরে আজ থাকুক, কাল থেকেই নাহয় নামাজ পড়ব। আজ থাকুক, কাল থেকেই গুনাহ ছেড়ে দেব। এভাবে তারা যৌবনের বেশির ভাগ সময় নষ্ট করে ফেলে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে। অথচ তারা জানে না, জান্নাতে তাদের জন্য আনতনয়না হুরগণ অপেক্ষা করছেন। এখন যত আমল থেকে পিছিয়ে থাকবে, তাদেরকে পাওয়ার আশাও তত ক্ষীণ হতে থাকবে।

এভাবে সালাফগণ যুবকদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক, দুনিয়াবি ও আখিরাত-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বিষয়েই নসীহত করে গিয়েছেন। যুবকদেরকে এড়িয়ে চলেননি; বরং বুকে জড়িয়ে নিয়েছেন। তাদের প্রচুর সময় দিয়েছেন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

কারণ যুবকরাই ইসলামের ঝান্ডাকে সমুন্নত করতে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। ইলম ও শরীয়তের এই ধারা তো যুবকদের মাধ্যমেই যুগের পর যুগ বিস্তার লাভ করবে। আরও সহজে বললে, যুবকরা যদি জাগ্রত থাকে, আলস্য ভেঙে সামনে কদম বাড়ায়, তাহলে ইলমের এই স্রোত বইতে থাকবে অনবরত। ইসলামের ঝান্ডা উড়তেই থাকবে পতপত করে। আর যুবকরা যদি আলস্য জড়িয়ে থাকে, ঘুমিয়ে থাকে তাদের বোধ, তাহলে শুধু তাদেরই ক্ষতি হবে তা নয়; বরং যুগ ও সমাজও ক্ষতির মুখে পড়বে। কারণ যে জাতির যুবকেরা পথ হারিয়ে ফেলে, সে জাতির পথচ্যুত হতে আর কিছু বাকি থাকে না।

তাই দিলের দরদ নিয়ে বলছি, সালাফদের এই নসীহতগুলো আমাদের যুবকেরা যেন অন্তরে ধারণ করে। তাদের বদ্ধ হৃদয়ে যেন এই কথাগুলো কড়া নাড়ে বারবার। সালাফদের এই আকুতি যেন তাদের হৃদয়ের বদ্ধ দরজাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। তারা যেন বোঝে, যুগ ও সমাজের এগিয়ে যাওয়ার নিশান এখন আমাদের হাতে, তাই আমার ঘুমিয়ে থাকা চলবে না। আমার পিছিয়ে থাকলে হবে না।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে এর ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

সালাফে সালিহীন যুবকদের প্রতি ছিলেন আন্তরিক ও মনোযোগী। যৌবনের অপার সম্ভাবনাগুলো যেন নষ্ট না হয়ে যায়, সেদিকে লক্ষ করে তাঁরা যুবকদের উপদেশ দিতেন, সতর্ক করতেন। সেই উপদেশগুলোও হতো হৃদয়ছোঁয়া।

হযরত হাসান বসরী রহ. প্রায়ই বলতেন, ‘যুবক ভাইয়েরা আমার, আখিরাতের ব্যাপারে বিস্মৃত হয়ে যেয়ো না। শুধু আখিরাতই যেন হয় তোমার মূল লক্ষ্যবস্তু। কারণ, আমি অনেককেই দেখেছি, আখিরাতের তালাশে নেমে দুনিয়ায় হারিয়ে গিয়েছে। এরপর আখিরাতকে পেয়েছে অল্পই, কিন্তু দুনিয়া ঠিকই অর্জন করেছে কোঁচড় ভরে। অথচ আজও আমি এমন কাউকে দেখিনি, যে দুনিয়ার তালাশে নেমে আখিরাতে মত্ত হয়ে গিয়েছে। কারণ, সে তখন দুনিয়াতেই পূর্ণ মগ্ন থাকে।’

আবু ইসহাক সাবিঈ রহ. বলেন, ‘হে যুবকেরা, যৌবনকালকে গুরুত্ব দাও। আমার জীবনে এমন রাত খুব কম অতিবাহিত হয়েছে, যে রাতে আমি এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করিনি। আমি এক রাকাতে পূর্ণ সূরা বাকারা পড়ে থাকি। রজব, জিলকদ, জিলহজ ও মুহাররম— পবিত্র এই চার মাসজুড়ে আমি রোজা রাখি। এ ছাড়া প্রতিমাসে তিন দিন এবং প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবারও রোজা রাখি। আমি এগুলো অহংকারবশত বলছি না; বরং আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ বলছি।’

আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ. বলতেন, ‘হে যুবকের দল, এখন থেকেই কামাই-রুজি শুরু করে দাও। এমন যেন না হয়, এখন বেকার থাকার ফলে বৃদ্ধ বয়সে মানুষের দ্বারে দ্বারে সাহায্যের হাত পাতা লাগে।

যুবকদের প্রতি
সালাফের উপদেশ

উমেদ
প্রকাশ

https://t.me/Islaminbangla2017/2668